[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর কাথুলী সিমান্তে ভারতীয় মদ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবি সদস্যরা ভারতীয় মদ ও ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে।

সোমবার ভোরের দিকে কাথুলী বিজিবির টহল টহল দল পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ বোতল মদ ও ৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

কাথুলী সীমান্ত ক্যাম্পের সুবেদার সুবোধ কুমার পালেরের নেতৃত্বে সীমান্ত ক্যাম্পের সদস্যরা টহল শেষে ফেরার পথে কাথুলী মাঠের মধ্যে থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় মদ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

গাংনীতে ভুয়া কবিরাজের ১ মাসের জেল ও জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে সাজিদ রহমান নামের এক ভুয়া কবিরাজকে এক মাসের কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) অভিযান পরিচালনা করেন।

দন্ডিত ভুয়া কবিরাজ সাজিদ রহমান (২৪) নাটোর জেলার,লালপুর থানার ইসলামপুর গ্রামের মাজদার রহমানের ছেলে।

জানাগেছে, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের শশুর বকুলের বাড়িতে থেকে দীর্ঘদিন ধরে কবিরাজি ব্যাবসা চালিয়ে আসছেন সাজিদ রহমান। বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত দালাল চক্রের মাধ্যমে রোগী সংগ্রহ করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দিতেন তিনি।

স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ

আদালতের অভিযানে কবিরাজ সাজিদ রহমানের কাছে চিকিৎসা সম্পর্কিত কাগজপত্র না থাকায় বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী আইন লঙ্ঘন অপরাধে এক মাসের কারাদন্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

পারিবারিক কলহে কোটচাঁদপুরে স্কুল পড়ুয়া যুবকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পারিবারিক কলহের জেরে অভিমান করে সজিব হোসেন (১৪) নামে স্কুল পড়ুয়া এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। রবিবার সকালে উপজেলার সাফদাপুর বাজার পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত যুবক ওই এলাকার রবিউল ইসলাম নবীর ছেলে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, সজিব এলাকার একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। অভাবের সংসারে বাবা মায়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া- বিবাদ হতো। সজিব নিজেও মাঠে কাজ-কর্ম করতেন।

রবিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সজিবের মা মাঠে কাজে যেতে তাকে ডাক দেন। কোন সাড়া না পেয়ে তার রুমের ভিতরে বাঁশের আড়ার সাথে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে সজিবের মায়ের আত্মচিৎকারে স্বজনরা ছুটে আসেন।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠায়।

দেশে করোনায় আরও ৪২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৮৯৭

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অতিসংক্রামক এই রোগে সর্বমোট চার হাজার ২৪৮ জন মারা গেছেন।

রোববার বিকালে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির এই সবশেষ তথ্য জানানো হয়।

সেখানে বলা হয়, সকাল ৮টা পর্যন্ত শনাক্ত এক হাজার ৮৯৭ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ১০ হাজার ৮২২ জন হল।

আইইডিসিআরের হিসাবে গত একদিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৩ হাজার ৪৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাতে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে দুই লাখ এক হাজার ৯০৭ জন হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। ২৬ অগাস্ট তা তিন লাখ পেরিয়ে যায়।

এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ২৫ অগাস্ট সেই সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে যায়।

এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৫তম স্থানে। তার মৃতের সংখ্যায় বাংলাদেশ রয়েছে ২৯তম অবস্থানে।

এদিকে বৈশ্বিক করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই কোটি ছাড়িয়ে গেছে। রোববার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে এমন তথ্য

পাওয়া গেছে।

আর মহামারীতে আক্রান্তের দিক থেকে দিনে দিনে নতুন রেকর্ড গড়ে যাচ্ছে ভারত। বিশ্বে আক্রান্তের গড় স্থিতিশীল থাকলেও কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন হয়েছে।

আগে যেখানে করোনা বিস্তারে দক্ষিণ আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রভূমি ধরা হতো, বর্তমানে ভারত সেই অবস্থান দখল করেছে।

রোববার ভারতে ৭৮ হাজার ৭৬১ জনের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মধ্য জুলাইয়ে ৭৭ হাজার ২৯৯ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছিল। ভারত সেই সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বে এখন আক্রান্তের সংখ্যা দুই কোটি ৫০ লাখ ৭৪ হাজার ৭৫১ জনে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বজুড়ে আট লাখ ৪০ হাজারের মতো মানুষ এই অতিসংক্রামক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যাবহুল দেশ ভারত মহামারী বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পরের অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু গত ৭ আগস্ট থেকে দেশটিতে সংক্রমণ সংখ্যা মারাত্মকভাবে বাড়ছে।

আক্রান্ত ও মৃত্যু বাড়লেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে গত মার্চে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশটিতে কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

সূত্র- যুগান্তর

জেনে নিন সন্তানের উচ্চতা বাড়ানোর ৬টি কৌশল

সব মা-বাবাই চান তাদের সন্তান হৃষ্টপুষ্ট থাকুক, হোক লম্বা আর

শক্তিশালী। কারণ এসবই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। শিশু সঠিকভাবে বাড়ছে কি না সেদিকে নজর রাখতে হবে মা-বাবাকেই। মা-বাবার তুলনায় যদি সন্তানের বৃদ্ধির গতি বেশি মনে হয় তবু তার বয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। এমনও হতে পারে সে তার সমবয়সীদের তুলনায় লম্বা নয়।

সন্তানের উচ্চতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জিন। এটি একমাত্র ফ্যাক্টর নয় যা উচ্চতাকে প্রভাবিত করে। আশপাশের পরিবেশ, খাবার, শরীরচর্চা- এসবও শিশুর উচ্চতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেনে নিন আপনার সন্তানের উচ্চতা বাড়ানোর ৬টি সহজ উপায়:-

সামগ্রিক বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্য
সন্তানের উচ্চতা বাড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হল শরীরে সঠিক পুষ্টি পৌঁছানো। সুষম ডায়েটে সঠিক অনুপাতে প্রোটিন, শর্করা, চর্বি এবং ভিটামিনের মিশ্রণ হওয়া উচিত।

এছাড়াও আপনার সন্তানকে জাঙ্ক ফুড এবং কোমল পানীয় থেকে দূরে রাখুন। মাঝে মাঝে অল্প খেলে সমস্যা নেই; কিন্তু কোনওভাবেই যেন প্রতিদিন এসব না খায়।

জিঙ্ক আপনার সন্তানের বৃদ্ধিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। সুতরাং, চিনাবাদাম এবং স্কোয়াশ বীজের মতো দস্তা-সমৃদ্ধ খাবারগুলো তাদের ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। ভারসাম্যযুক্ত ডায়েট আপনার সন্তানের উচ্চতা বাড়ানোর জন্য সঠিক পুষ্টি সরবরাহ করবে না। তবে তাকে ভেতর থেকে আরও শক্তিশালী করবে।

শরীরচর্চা
অল্প বয়স থেকেই আপনার সন্তানকে কিছু সাধারণ শরীরচর্চা শেখানো উচিত। এটি তার উচ্চতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে। প্রসারিত মেরুদণ্ডকে দীর্ঘায়িত করতে এবং আপনার সন্তানের শারীরিক গঠন উন্নত করতে সহায়তা করে।

হ্যাংগিং
উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য হ্যাংগিং কয়েক দশক ধরে পরিচিত এক উপায়। এটি মেরুদণ্ডকে দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করে যা লম্বা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নিয়মিত হ্যাংগিং ছাড়াও আপনি আপনার সন্তানকে পুলআপ এবং চিনআপস করতেও বলতে পারেন। এ দুটি শরীরচর্চাই পিঠ এবং বাহুর পেশি শক্তিশালী করে তোলে।

স্কিপিং
স্কিপিং বা দড়ির লাফ একটি মজাদার শরীরচর্চা যা শিশুদের কাছে আরও বেশি খেলার মতো অনুভূত হয়, এটি হৃদপিণ্ডসহ পুরো দেহে কাজ করে এবং উচ্চতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি একটি আশ্চর্যজনক কার্ডিও ওয়ার্কআউট, যা আপনার সন্তানকে সক্রিয় এবং স্বাস্থ্যকর রাখতে সহায়তা করে।

সাঁতার
সাঁতার আরেকটি স্বাস্থ্যকর এবং মজার শরীরচর্চা যা আপনার সন্তানের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটি একটি পুরো শরীরের ব্যায়াম যা শরীরের সব পেশিতে কাজ করে। নিয়মিত সাঁতার কাটলে মেরুদণ্ড শক্তিশালী হয় এবং উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।

ভালো ঘুম
রাতে একটি ভালো ঘুম কেবল বড়দের জন্য নয়, শিশুদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সন্তানকে সুস্থ এবং শক্তিশালী রাখার জন্য প্রতি রাতে তার অন্তত আট ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বল কুড়ানো ছেলেটি আজ রেফারি!

মেহেরপুরের ইতিহাসে এই প্রথম কোন খেলোয়াড় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর রেফারি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি হলেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে সোহেল রানা(২০)।

৩ ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট সোহেল। বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৮ সালে এসএসসি শেষ করে, বাগোয়ান আন-নুর টেকনিক্যাল কলেজ থেকে এইসএসসি’র শিক্ষার্থী সে।

একজন গ্রামের মানুষ হয়ে, গ্রামেই বসবাস করে কিভাবে তিনি রেফারি হতে পেরেছেন সে বিষয়ে জানতে চাইলে মেহেরপুর প্রতিদিনের এক সাক্ষাৎকারে সোহেল রানা জানান, ছোট থেকে স্বপ্ন ছিলো ভালো

একজন ফুটবলার হওয়ার, তাই খেলার এই নেশাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের বড় ভাইদের সাথে গিয়ে খেলা করতাম।

আমি ছোট থাকায় বড় ভায়েরা সে রকম গুরুত্ব দিত না। বল মাঠের বাইরে চলে গেলে বলটি কুড়িয়ে নিয়ে আসতে বলতো, আমি তাদের কথামত সেটাই করতাম। আস্তে আস্তে তারা আমাকে তাদের ক্লাবের সদস্য হিসাবে নিয়ে নিলো।

তারপর থেকে তাদের সাথে আমিও খেলা করতাম। এভাবে খেলতে খেলতে একসময় স্কুলের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খেলতাম। ভেবেছিলাত হয়তো একদিন আমি বড় ধরনের খেলোয়াড় হব। সেই ভেবে একদিন হঠাৎ করে ছুটে গিয়েছিলাম ঢাকার ক্লাবে টাইল দিতে।

২০১৭ সালের দিকে ফকিরাপুল সূর্য যুব সংঘ ক্লাবে প্রথম টাইল দিয়েছিলাম কমলাপুর স্টেডিয়ামে। টাইলে সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস যেদিন থেকে ৩য় বিভাগের খেলা শুরু, সেই দিন থেকেই আমার (এস এস সি) পরিক্ষা। বাড়িতে ফিরে আসতে হলো। অনেকের সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ রাখতাম।

হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম প্রতিবছর বাফুফে থেকে রেফারির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তখন আমি ভেবে দেখলাম, আমার জেলায় তো তেমন কোন বাফুফে সনদ পাওয়া রেফারি নাই, আর আমার নিজ উপজেলা মুজিবনগরে একটাও রেফারি নাই, তখনিই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি রেফারির প্রশিক্ষণ নিবো।

তরপর থেকেই খেলোয়াড় হওয়ার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়ে যোগাযোগ করলাম বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে। সেখান থেকে জানতে পারি, ০৯/০২/২০২০ এ নিউ রেফারি কোর্স হবে ৬ দিনের। আমি অনলাইনে আবেদন করলাম। আমাকে বাছাই করেছিল অনলাইনের আবেদনে। এরপর ০৭/০২/২০২০ তারিখে আমি ঢাকায় যায়, এবং ৬ দিনের প্রশিক্ষণ নিই। এর মধ্যে বেশকিছু পরীক্ষাও দিতে হয় সেখানে। যেমনঃ ফিটনেস টেস্ট দিতে হয় ৪০০মিঃ ১০ পাক/ লেপ, লিখিত পরীক্ষা ১০০ নম্বরের। এভাবেই উত্তীর্ণ হই ৩য় শ্রেনির রেফারিতে।

রেফারিতে সুযোগ পাওয়ার পিছনে আমার মায়ের অবদান ছিলো সবচেয়ে বেশি। আমার মা আমাকে সাহস যুগিয়েছে। সকল জায়গায় আমাকে সাথে করে নিয়ে গেছে। সব সময় ছাঁয়ার মত পাশে থেকেছে আমার মা। এছাড়া আমঝুপি গ্রামের গালর্স স্কুলের শিক্ষক লিটন ভাই ও আনন্দবাস গ্রামের মজিবার রহমান ঠান্ডু ভাই আমাকে অনেক সহযোগীতা করেছেন। তাদের

প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

রেফারিতে সুযোগ পাওয়ার পর তার অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আমি দেখেছি অনেকেই খেলা করে। কিন্তু কেউই ঠিক নিয়ম জানেনা। সকলেই মনগড়া নিয়ম তৈরি করে খেলা পরিচালনা করেন। ফিফার যে ঠিক নিয়ম আছে সেই ঠিক নিয়মটা আমি সকলের মাঝে তুলে ধরতে চাই। এবং নিজ জেলায় ফুটবলের উন্নতি করা ও ফুটবলের ঠিক নিয়ম এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরি করা।

বাগোয়ান গ্রামের হাসিবুল ইসলাম জানান, সোহেল আমাদের অনেক ছোট। আমরা যখন খেলা করতাম তখন সে আমাদের বল কুড়িয়ে এনে দিত। সে খেলার জন্য সব সময় আমাদের বলতো কিন্তু আমরা সে রকম তাকে গুরত্ব দিতাম না। মাঝে মাঝে খেলার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করলে আমরা এক সময় তাকে খেলায় অংশগ্রহন করতে দিই।

তারপর থেকে সে আমাদের সাথে খেলা করতো। কিন্তু সে যে একদিন এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবে আমরা কখনও কল্পনাও করতে পারি নি। বর্তমানে সে একজন বাফুফে’র সদস্য হওয়ায় আমরা বাগোয়ানবাসী তাকে নিয়ে গর্ববোধ করছি। আমরা দোয়া করবো সে শুধু বাফুফের সদস্যই না। সে যেন ফিফার শেষ পর্যায় প্রর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

সোহেলের মা নূরজাহান খানম আনজিরা বলেন, আমার ছেলে যখন ছোট থেকে খেলাধুলা করতো আমি সব সময় তাকে সাহস দিয়ে এসেছি। যে কোন জায়গায় তার কাজ থাকলে আমি নিজে সাথে করে নিয়ে গিয়েছি। তার খেলার প্রয়োজনীও জিনিস আমার কাছে থেকে যা চেয়েছে আমি কোন কিছু তার অপূরণ রাখিনি। সব সময় তাকে সহযোগীতা করে এসেছি। আমার ইচ্ছে ছিলো সে একদিন বড় কিছু হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর আল্লাহর কাছে অশেষ মেহেরবানী তিনি আমার সেই চাওয়াটা পূরণ করেছেন।

ইউপি সদস্য কাজী কোমর উদ্দীন সেলিম জানান, সোহেল বাফুফের রেফারি হয়ে বাগোয়ান গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমরা তাকে নিয়ে গর্ববোধ করছি। সে যেন আগামীতে আরো বড় রেফারি হতে পারে এবং ঠিক নিয়মে খেলা পরিচালনা করে সেই প্রত্যাশা করি।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন জানান, সোহেল রানা বাফুফের রেফারি হিসাবে সুযোগ পেয়েছে এটা শুনে আমি খুবিই আনন্দিত হয়েছিলাম। সনদ হাতে পাওয়ার পর পরই সে আমার পরিষদে এসেছে। আমি তাকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমি চাইবো সে শুধু বাগোয়ান গ্রামের না পুরো মুজিবনগরের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মেহেরপুর জেলাতে এই প্রথম মুজিবনগর থেকে একজন বাফুফে রেফারিতে সুযোগ পাওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ৯১ তম ব্যক্তির মধ্যে সে অন্যতম ব্যক্তি। সে যে তাদের সকলের ভিতর থেকে টিকে থাকতে পেরেছে এটা মুজিবনগর বাসীর জন্য একটি সুখবর।

আমাদের এখানকার যে ক্রিয়া সংস্কৃতি সেটা এগিয়ে নিয়ে আসার এটা আরেকটি অন্যতম দিক। আমাদের নিকটবর্তী যে সকল ফুটবলের আয়োজন করে থাকি সেই আয়োজন গুলোতে এরকম ব্যক্তিত্বদের যদি আমরা সংযুক্ত করতে পারি তাহলে মুজিবনগরের ফুটবল সংস্কৃতিটা আরো একটু এগিয়ে যাবে।

প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমিতির চড়া সুদের ব্যবসা

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের সাতগাছিতে ২০০৪ সালে কিছু যুবক একত্র হয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠাতা করে পরে ২০১৬ সালে মিরপুর উপজেলা সমবায় অফিস থেকে রেজিষ্ট্রেশন হয় যার নাম্বার ০৭।

তবে সমবায় অফিসের নিয়ম নীতি কে উপেক্ষা করে বিভিন্ন মাধ্যমকে ম্যানেজ করে উপজেলার ৬ টির অধিক ইউনিয়ন এর গ্রামের অসহায় প্রায় ৩০০ মানুষ কে সুদের বিনিময়ে ঋণ দেন এই সমবায় লিমিটেড যা সম্পূর্ণ অবৈধ। সমবায় অফিস সূত্রে জানাযায় শুধু সদস্যদের মধ্যে অর্থ লেনদেন করা যাবে, কিন্তু সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় লিমিটেড সদস্য বাদেও একাধিক জনের নিকট চড়া সুদে ঋণ দেন।

পরবর্তীতে গরিব মানুষগুলো সময় মত সুদের কিস্তি দিতে না পারলে উক্ত সমবায় লিমিটেডের সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার হুমকি দেয় এবং জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে নিঃস্ব করে দিচ্ছে হতদরিদ্রদের। এছাড়া এই সমবায় লিমিটেডের পোড়াদহ ইউনিয়নে কার্যক্রম করার অনুমতি না

থাকলেও তারা দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসেবে ঋণ দিয়ে আসছে।

উক্ত ঋণ বা সুদের টাকা পরিশোধ করতে অনেকেই খুইয়ে দিচ্ছে গরু- ছাগল ও জমি,যার কারণে দরিদ্ররা হয়ে যাচ্ছে হতদরিদ্র। তবে হাজরাহাটির সাতগাছির একাধিক ব্যক্তির সাথে কথা বলে জানাযায় স্থানীয় রফিকুল ও আব্দুর রহিম এর নেতৃত্বে বেশকিছু যুবক আশেপাশের কয়েকটি ইউনিয়ন এর বিভিন্ন এলাকাতে লক্ষ লক্ষ টাকা চড়া সুদে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের টাকা দিয়েছে যা সুদ ও আসল পরিশোধ করতে অসহায় দরিদ্রদের গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি রফিকুল ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বলেন আমরা উপজেলা সমবায় অফিস কে অবগত করে ঋণ দিয়েছি, এছাড়া সদস্য বাদে যাদের ঋণ দিয়েছে তাদের খুব শিগ্রই সমিতির সদস্য করে নিবো। এসময় তারা আরো বলেন আমাদের কিছু ভুল ও অনিয়ম আছে কিন্তু সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবো।

এ বিষয়ে মিরপুর উপজেলা সমবায় অফিসার মোছাঃ নাজবিন আখতার বলেন একটা সমবায় সমিতি কখোনো সদস্য বাদে ঋণ প্রদান করতে পারেনা,যদি সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য হয় তাহলে সমবায় সমিতির আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় সাপের কামড়ে অন্ত:স্বত্তা নারী মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দোহারো গ্রামে সাপের কামড়ে শরিফা খাতুন (২২) নামের অন্ত:স্বত্তা এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। শরিফা খাতুন দোহারো গ্রামের রাশিদুল ইসলামের স্ত্রী।

শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল ৭ মাসের অন্ত:স্বত্তা শরিফা খাতুন।

রাত ৩ টার দিকে বিষাক্ত সাপ তাকে কামড় দেয়। সকালে কুষ্টিয়া

জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। শরিফা খাতুনের ৩ বছরে এক ছেলে সন্তান রয়েছে।

উপনির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিএনপির সিদ্ধান্ত আজ

জাতীয় সংসদের শূন্য হওয়া পাঁচটি আসনের উপনির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আজ শনিবার স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেবে বিএনপি। বিকেল পাঁচটায় দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির এই ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে উপনির্বাচনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ওই বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্য জানিয়েছিলেন, শনিবারের বৈঠকে উপনির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন